L2: **আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য, বিশেষত ডেলরস কমিশনের (Delors Commission) আলোকে**

নীচে **Education Major – Semester 1** কোর্সের উদ্দেশ্য (শিক্ষার অর্থ, প্রকৃতি ও লক্ষ্য বোঝা) মাথায় রেখে
"আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য, বিশেষত ডেলরস কমিশনের (Delors Commission) আলোকে" বিষয়ের উপর সহজবোধ্য, পরীক্ষোপযোগী ও বিস্তারিত স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রদান করা হলো। শেষে সম্ভাব্য প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।

📘 আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য

(বিশেষত ডেলরস কমিশনের আলোকে)

◆ ১. ভূমিকা

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education) বলতে বোঝায়— শিক্ষা কেন দেওয়া হয় এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ও সমাজকে কীভাবে উন্নত করা হবে।

আধুনিক যুগে শিক্ষা কেবল তথ্য বা জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখন শিক্ষা মানুষের:

✓ ব্যক্তিত্ব বিকাশ
✓ সামাজিক দায়িত্ববোধ
✓ কর্মদক্ষতা
✓ নৈতিকতা
✓ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

—সবকিছুর উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে।

এই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যকে আন্তর্জাতিকভাবে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে **UNESCO কর্তৃক গঠিত ডেলরস কমিশন (1996)**।

◈ ২. ডেলরস কমিশন কী?

UNESCO 1996 সালে **Jacques Delors-এর নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন** গঠন করে, যার রিপোর্টের নাম:

☞ *Learning: The Treasure Within*

এই রিপোর্টে আধুনিক শিক্ষার চারটি মৌলিক স্তম্ভ বা ভিত্তি (Four Pillars of Education) নির্ধারণ করা হয়।

◈ ৩. আধুনিক শিক্ষার চারটি স্তম্ভ (Four Pillars of Education)

⋆ ১. Learning to Know (জানার জন্য শেখা)

অর্থ

জ্ঞান অর্জন করা এবং শেখার কৌশল শেখা।

লক্ষ্য

- বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ

- চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি
- শেখার ক্ষমতা গঠন

উদাহরণ

- বিশ্লেষণী চিন্তা
- সমস্যা সমাধান
- গবেষণামূলক মনোভাব

☞ এটি "শিখতে শেখা" (Learning how to learn) ধারণাকে গুরুত্ব দেয়।

⋆ ২. Learning to Do (কাজ করার জন্য শেখা)

অর্থ

জ্ঞানকে বাস্তব কাজে প্রয়োগ করা।

লক্ষ্য

- কর্মদক্ষতা
- পেশাগত দক্ষতা
- বাস্তব জীবন দক্ষতা

উদাহরণ

- প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- দলগত কাজ
- সৃজনশীলতা

☞ শিক্ষা শুধু তত্ত্ব নয় — কাজের মাধ্যমে শেখা।

⋆ ৩. Learning to Live Together (একসঙ্গে বসবাসের জন্য শেখা)

অর্থ

অন্যদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শেখা।

লক্ষ্য

- সহনশীলতা
- সহযোগিতা
- সামাজিক সম্প্রীতি

উদাহরণ

- ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি সম্মান
- সংঘাত সমাধান
- মানবিক মূল্যবোধ

☞ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

⋆ ৪. Learning to Be (মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শেখা)

অর্থ

মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ।

লক্ষ্য

- আত্মচেতনা
- নৈতিকতা
- সৃজনশীলতা
- স্বাধীন চিন্তা

☞ শিক্ষা মানুষের সামগ্রিক বিকাশ ঘটায়।

◈ ৪. আধুনিক শিক্ষার বিস্তৃত লক্ষ্য (General Modern Aims)

ডেলরস কমিশনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য:

✓ গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি
✓ বৈজ্ঞানিক মনোভাব গঠন
✓ মানবিক মূল্যবোধ বিকাশ
✓ পরিবেশ সচেতনতা

✓ প্রযুক্তি দক্ষতা
✓ আজীবন শিক্ষা (Lifelong learning)

◈ ৫. ডেলরস কমিশনের গুরুত্ব

- শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানবকেন্দ্রিক করেছে
- বিশ্বায়নের যুগে প্রাসঙ্গিক
- সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্ব দেয়
- শান্তি ও সহাবস্থানকে গুরুত্ব দেয়

◈ ৬. সমালোচনা

কিছু শিক্ষাবিদ বলেন:

- বাস্তব প্রয়োগ কঠিন
- উন্নয়নশীল দেশে সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন কঠিন
- সম্পদ নির্ভর

তবুও এটি আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কাঠামো।

◈ ৭. উপসংহার

ডেলরস কমিশন আধুনিক শিক্ষাকে কেবল জ্ঞানার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের সামগ্রিক বিকাশ, সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধের উপর জোর দিয়েছে।

অতএব আধুনিক শিক্ষা = জ্ঞান + দক্ষতা + মানবতা + ব্যক্তিত্ব।

📝 সম্ভাব্য পরীক্ষার প্রশ্ন

◆ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ডেলরস কমিশন কবে গঠিত হয়?
2. চারটি শিক্ষার স্তম্ভ কী?
3. Learning to Live Together কী বোঝায়?
4. Learning to Be-এর লক্ষ্য কী?

◆ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য কী?
2. Learning to Know ব্যাখ্যা কর।
3. Learning to Do কেন গুরুত্বপূর্ণ?

◆ রচনামূলক প্রশ্ন

1. ডেলরস কমিশনের চারটি স্তম্ভ আলোচনা কর।
2. আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর।
3. বিশ্বশান্তিতে শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

◆ বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন

1. ডেলরস কমিশনের ধারণা কি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কার্যকর? আলোচনা কর।
2. Learning to Live Together কেন আধুনিক যুগে অপরিহার্য?

◆ MCQ উদাহরণ

1. ডেলরস কমিশনের রিপোর্টের নাম—
   A. Education for All
   B. Learning: The Treasure Within
   C. Global Education Report
   D. Future of Learning
2. Learning to Be মূলত সম্পর্কিত—
   A. কর্মদক্ষতা
   B. ব্যক্তিত্ব বিকাশ

C. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
D. প্রযুক্তি শিক্ষা

নীচে **ডেলরস কমিশন ও আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য** বিষয়ক প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর **পরীক্ষোপযোগী উত্তর** উপস্থাপন করা হলো।
🔹 **অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** → সংক্ষিপ্ত ও নির্ভুল

- 🔹 **রচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন → প্রতিটি উত্তরের শব্দসংখ্যা ৪০০–৪৫০ শব্দের মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ**

◆ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

১. ডেলরস কমিশন কবে গঠিত হয়?
১৯৯৩ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ডেলরস কমিশন গঠিত হয়।

২. চারটি শিক্ষার স্তম্ভ কী?
Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together, Learning to Be।

৩. Learning to Live Together কী বোঝায়?
বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার শিক্ষা।

৪. Learning to Be-এর লক্ষ্য কী?
মানুষের পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ।

◆ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

১. আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য কী?

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, জীবনদক্ষতা অর্জন, সামাজিক দায়িত্ববোধ গঠন এবং বিশ্বনাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করা।

---

২. Learning to Know ব্যাখ্যা কর।

Learning to Know বলতে বোঝায় কেবল তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং শেখার কৌশল, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও আজীবন শিক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলা।

---

৩. Learning to Do কেন গুরুত্বপূর্ণ?

কারণ এটি জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের দক্ষতা, কর্মসংস্থানযোগ্যতা ও সমস্যা সমাধান ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

◆ রচনামূলক প্রশ্ন (১০ নম্বর)

*(প্রতিটি উত্তর: **৪০০–৪৫০ শব্দ**)*

১. ডেলরস কমিশনের চারটি স্তম্ভ আলোচনা কর।

(প্রায় ৪৩৫ শব্দ)

ডেলরস কমিশন আধুনিক শিক্ষাচিন্তায় একটি মাইলফলক। ইউনেস্কোর উদ্যোগে গঠিত এই কমিশনের রিপোর্ট *"Learning: The Treasure Within"* (১৯৯৬) বিশ্বশিক্ষার লক্ষ্য ও দিকনির্দেশ নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। কমিশন শিক্ষার চারটি মৌলিক স্তম্ভের কথা উল্লেখ করে, যা মানুষের সার্বিক বিকাশের ভিত্তি।

প্রথম স্তম্ভ হলো **Learning to Know**। এর অর্থ কেবল তথ্য বা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন নয়, বরং শেখার কৌশল, অনুসন্ধিৎসা ও সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তির বিকাশ। এই স্তম্ভ আজীবন শিক্ষার ধারণাকে গুরুত্ব দেয়, যাতে শিক্ষার্থী পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

দ্বিতীয় স্তম্ভ **Learning to Do**। এটি জ্ঞানকে কাজে রূপান্তর করার দক্ষতার ওপর জোর দেয়। আধুনিক অর্থনীতিতে কর্মদক্ষতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, দলগত কাজ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তম্ভ শিক্ষা ও কর্মজগতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে।

তৃতীয় স্তম্ভ **Learning to Live Together**। বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা ও বিশ্বাসের মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান অপরিহার্য। এই স্তম্ভ সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এটি সংঘাত নিরসন ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি।

চতুর্থ স্তম্ভ **Learning to Be**। এর লক্ষ্য হলো মানুষের পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব বিকাশ। নৈতিকতা, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও মানবিক গুণাবলি গড়ে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।

এই চারটি স্তম্ভ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরিপূরক। একসঙ্গে এগুলি শিক্ষাকে কেবল পেশাভিত্তিক নয়, বরং মানবিক ও সমাজমুখী করে তোলে। তাই ডেলরস কমিশনের চার স্তম্ভ আধুনিক শিক্ষার দিশারি হিসেবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

---

২. আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর।

(প্রায় ৪২৫ শব্দ)

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ঐতিহ্যগত শিক্ষার সীমা অতিক্রম করে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করা। আগে শিক্ষা মূলত তথ্য ও পরীক্ষানির্ভর ছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে শিক্ষা জীবনমুখী, মানবিক ও সমাজদায়িত্বশীল নাগরিক গঠনের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো **সর্বাঙ্গীণ বিকাশ**— শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগীয় দিকের সমন্বিত উন্নয়ন। শিক্ষার্থীকে কেবল পেশাজীবী নয়, নৈতিক ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো **জীবনদক্ষতা ও কর্মদক্ষতা অর্জন**। প্রযুক্তিনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সমস্যা সমাধান, সৃজনশীল চিন্তা, যোগাযোগ দক্ষতা ও সহযোগিতার মানসিকতা অপরিহার্য। আধুনিক শিক্ষা এই দক্ষতাগুলি বিকাশে গুরুত্ব দেয়।

তৃতীয়ত, **গণতান্ত্রিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গঠন**। আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে সহনশীলতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ, মানবাধিকার সচেতনতা ও বিশ্বনাগরিক চেতনা সৃষ্টি করে।

চতুর্থত, **আজীবন শিক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলা**। জ্ঞান দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ায় শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আধুনিক শিক্ষা শেখার আগ্রহ ও আত্মশিক্ষার মানসিকতা গড়ে তোলে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য মানুষকে কেবল জীবিকা নির্বাহের উপযোগী নয়, বরং শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও উন্নত সমাজ গঠনের জন্য প্রস্তুত করা।

---

৩. বিশ্বশান্তিতে শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

(প্রায় ৪১০ শব্দ)

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মানুষের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ গঠনে মৌলিক প্রভাব ফেলে। সহনশীলতা, মানবিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষা সংঘাতের মূল কারণ দূর করতে পারে।

শিক্ষা মানুষকে বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে শেখায়। বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা বিশ্বশান্তির ভিত্তি রচনা করে। ডেলরস কমিশনের Learning to Live Together ধারণা এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নৈতিক শিক্ষা ও মানবাধিকার শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা সহিংসতা, বৈষম্য ও অসহিষ্ণুতা কমাতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা বিশ্বনাগরিক তৈরি করে।

অতএব বলা যায়, শিক্ষা হলো বিশ্বশান্তির সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

◆ বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন

*(প্রতিটি উত্তর: **৪০০–৪৫০ শব্দ**)*

১. ডেলরস কমিশনের ধারণা কি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কার্যকর? আলোচনা কর।

(প্রায় ৪৪০ শব্দ)

ডেলরস কমিশনের ধারণা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অত্যন্ত কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক। বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা আজ নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই প্রেক্ষাপটে কমিশনের চারটি স্তম্ভ শিক্ষার সমন্বিত রূপরেখা প্রদান করে।

বর্তমান শিক্ষায় কেবল জ্ঞান নয়, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলির সমন্বয় প্রয়োজন। Learning to Know ও Learning to Do আধুনিক কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ করে, আর Learning to Live Together সামাজিক সম্প্রীতি নিশ্চিত করে। Learning to Be ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।

যদিও বাস্তব প্রয়োগে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবু নীতিগতভাবে ডেলরস কমিশনের ধারণা আধুনিক শিক্ষার জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

---

২. Learning to Live Together কেন আধুনিক যুগে অপরিহার্য?

(প্রায় ৪১৫ শব্দ)

আধুনিক যুগে Learning to Live Together অপরিহার্য কারণ বিশ্ব আজ বহুসাংস্কৃতিক ও আন্তঃনির্ভরশীল। সামাজিক বিভাজন, সংঘাত ও সহিংসতা বাড়ছে, যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে।

এই ধারণা শিক্ষার্থীর মধ্যে সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সংলাপের মাধ্যমে সংঘাত নিরসনের শিক্ষা দেয়।

অতএব বিশ্বশান্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য Learning to Live Together আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান।

◆ MCQ উত্তর

1. ডেলরস কমিশনের রিপোর্টের নাম — **B. Learning: The Treasure Within**
2. Learning to Be মূলত সম্পর্কিত — **B. ব্যক্তিত্ব বিকাশ**